হিটলারের পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে আলোচনা করো।

'Main Camp' জার্মানীর নাৎসী নেতা অ্যাডলেপ হিটলার তার 'মেইনক্যাম্প' গ্রন্থে নাৎসি জার্মানীর পররাষ্ট্রনীতি বা বিদেশনীতির তিনটি লক্ষ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল- ভার্সাই সন্ধি এবং সেভ সন্ধি বাতিল করা, দ্বিতীয়, আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিতে বৃহত্তর জার্মান সাম্রাজ্যের সমস্ত জার্মান জাতি গোষ্ঠিভুক্ত অঞ্চলকে একত্রবদ্ধ করা এবং তৃতীয়ত, জার্মান অধিবাসীদের বাসস্থানের জন্য রাজ্য বিস্তার করা। ঐতিহাসিক অ্যালান বুলক আরও কয়েকজন পন্ডিত মনে করেন যে হিটলারের বৈদেশিক নীতির পরিলক্ষ্য ছিল ইউরোপে জার্মানিকে প্রধান শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু এই লক্ষ্য গোপন রেখে হিটলার ভার্সাই চুক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে এবং এই চুক্তির শর্তগুলি কে একে একে ভেঙে দিলেন।

অন্যদিকে এ. জে. পি. টেলর ও অন্যান্য ঐতিহাসিকদের মতে হিটলার তার পূর্বসূরীদের নীতি অনুসরণকরে পররাষ্ট্রনীতি অনুসরন করেছিলেন। টেলর মনে করেন, হিটলারের আসল লক্ষ্য ছিল পূর্ব ইউরোপে জার্মানী সাম্রাজ্যের প্রসার। এই উদ্দেশ্যে তিনি ভার্সাই চুক্তির শর্তগুলিকে ভেঙে জার্মানীর শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করেছিলেন। তবে হিটলারের পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করে অধিকাংশ ঐতিহাসিক তার চারটি উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন। প্রথমত, নিরস্ত্রীকরণ অস্বীকার করে জার্মানী অস্ত্রসজ্জা করা। দ্বিতীয়ত, ভার্সাই সন্ধিতে জার্মানীর স্বার্থবিরোধী শর্তগুলি ভেঙে ফেলা। তৃতীয়ত, জার্মানীর ভৌগলিক সীমার বাইরে যেসব জার্মানীরা বসবাস করত, তাদের জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করা। চতুর্থত, পূর্ব এবং দঃ ইউরোপে জার্মানীর আধিপত্য বিস্তার করা।

পোল্যান্ডের সাথে অনাক্রমণ চুক্তি

ক্ষমতা লাভের পর হিটলার 1933 খ্রি. বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন থেকে জার্মান প্রতিনিধিকে প্রত্যাহার করে নেন। একইসঙ্গে জার্মানীর লিগের সদস্যপদ ত্যাগ করেন। হিটলার জার্মানীর অস্ত্রসজ্জার নীতিকে পূর্ণতা দিতে চেয়েছিলেন। 1934 খ্রি. হিটলার পোল্যান্ডের সাথে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি দ্বারা 10 বছরের জন্য জার্মানী ও পোল্যান্ড পরস্পরকে আক্রমণ না করার প্রতিশ্রুতি দেন। ফ্রান্স ও পোল্যান্ড জার্মানীর বিরুদ্ধে জোট গঠন করেছিল। হিটলার এই চুক্তির দ্বারা তা ভেঙে ফেলে।

অনশ্লুস এবং পদাতিক ও বিমানবাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি

জার্মান জাতির ঐক্য স্থাপনের জন্য হিটলার জার্মানীর সঙ্গে অস্ট্রিয়ার সংযুক্তির পরিকল্পনা নেন। তার এই নীতি অনশ্লুস নামে পরিচিত। হিটলার অস্ট্রিয়াতে নাৎসিদের সাথে সামরিক অভ্যুত্থানের চেষ্টা করেন। কিন্তু, তার এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। 1935 খ্রি. মার্চে হিটলার ঘোষণা করেন যে নিরস্ত্রীকরণের শর্ত তিনি মানবেন না। জার্মানীর পদাতিক বাহিনী বাড়িয়ে 36 টি ডিভিশন করা হয় এবং বিমানবাহিনীর কাজও দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

জার্মানীর আগ্রাসন নীতির বিরুদ্ধে পাশ্চিমী শক্তিগুলি কোনো প্রতিরোধ গড়ে তোলেনি বরং ইংল্যান্ড জার্মানীকে তোষণ করার নীতি নেন। 1935 খ্রি. জার্মানের সঙ্গে ইঙ্গো-জার্মান নৌচুক্তি স্বাক্ষর করেন। এর ফলে জার্মানীর সামরিক শক্তির বৃদ্ধির প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ইংল্যান্ড নীরব থাকে। 1936 খ্রি. ইতালির অ্যাবিসিনিয়া আক্রমণ সংক্রান্ত সমস্যার সুযোগে হিটলার ফ্রান্সের কাছ থেকে রাইনল্যান্ড অধিকার করে নেন। ফ্রান্স-এর বিরুদ্ধে মৌখিক প্রতিবাদ ছাড়া কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। এই তোষণমূলক নীতি গ্রহণের মাধ্যমে অ্যাবিসিনিয়া আক্রমণে হিটলার ইতালিকে সমর্থন করেন। এরপর তিনি জেনারেল ফ্রাঙ্কো-এর সমর্থনে জার্মানী বায়ুসেনা প্রেরণ করেন।

ইতালির সঙ্গে কমিন্টার্ন বিরোধী চুক্তি

ক্রমে তিনি

স্বাক্ষর করেন। পরে এই চুক্তি রোম-বার্লিন অক্ষচুক্তি (1936) নামে পরিচিত হয়। এরফলে জার্মান-ইতালির জোট-ক্রমান্বয়ে বেষ্টন করে ফেলে। ইউরোপে নতুন শক্তি-সমবায় গড়ে ওঠে।

দানিবে, সুদেতান ও চেকোস্লোভাকিয়া দখল

1938 খ্রি. কৃত্রিম গণভোটের দ্বারা হিটলার জার্মানীর অঙ্গে অস্ট্রিয়ার সংযুক্তির ঘটনার ফলে জার্মানীর মধ্যে দানিবে অঞ্চলে ঢুকে পড়ে। এবং হিটলারের ~~শিকার~~ পরবর্তী লক্ষ্য চেকোস্লোভাকিয়া। চেকোস্লোভাকিয়া সুদেতান জেলাতে 35 লক্ষ জার্মান অধিবাসী ছিল। জার্মানদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে ~~জেনে~~ এই অজুহাতে হিটলার সুদেতান অঞ্চল দখল করার হুমকি দেয়। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিনের মধ্যস্থতায় 1938 খ্রি. মিউনিক চুক্তির দ্বারা চেকোস্লোভাকিয়া সুদেতান ~~অঞ্চল~~ জেলা জার্মানীকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ফলে হিটলারের কূটনীতি জয়যুক্ত হয়। ফলে সুদেতান জার্মানীর অঙ্গে সংযুক্ত করতে সক্ষম হন। কিছুদিনের মধ্যে হিটলারের প্ররোচনায় চেকোস্লোভিয়ার অভ্যন্তরে রাজনৈতিক অশান্তির সৃষ্টি হয়। জার্মান সীমান্তে রাজনৈতিক গন্ডগোলের অজুহাতে হিটলার চেকোস্লোভাকিয়া দখল করেন।

রুশ-জার্মান চুক্তি, পোল্যান্ড আক্রমণ ফলে ২য় বিশ্বযুদ্ধ

এরপর হিটলার রাশিয়াকে পাশ্চাত্য দেশগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন করার ~~অজুহাতে~~ উদ্দেশ্যে 1939 খ্রি. রুশ-জার্মান চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এর দ্বারা এই দুই শক্তি দশ বছরের জন্য পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ না করার প্রতিশ্রুতি দেন। চেকোস্লোভাকিয়া দখলের পর হিটলার পোল্যান্ডের ওপর দৃষ্টি দেন। তিনি ডানজিক বন্দর দখলের দাবি করে। এই অবস্থায় ফরাসি শক্তি পোল্যান্ডের স্বাধীনতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু হিটলার তা উপেক্ষা করে 1939 খ্রি সেপ্টেম্বরে পোল্যান্ড আক্রমণ করাতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়।